পাতানো ম্যাচের লীগ

শিরোপা মোহামেডানের

লিখেছেন **এহসান মোহাম্মদ**

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ফুটবলের মান কোনো অবস্থানেই নেই। বিষয়টি সবার নখদর্পণে। লজ্জাজনক হারের ভরাডুবির কারণে যতই জনপ্রিয়তা হ্রাস ও আকর্ষণহীন হয়ে পড়ুক না কেন, দেশীয় ক্রীড়াঙ্গনে এখনও ঢাকা প্রিমিয়ার লীগকে সেরা আসরই বলতে হবে। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনায় আসলে আন্তর্জাতিক খেলা ছাড়া ক্রিকেট দর্শক তেমন টানেই না। সেক্ষেত্রে আগের মতো জমজমাট না হলেও ঢাকার ফুটবল লীগ দর্শক টানার প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট থেকে এগিয়ে আছে সে বিষয়টি নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। এবারের ফুটবল লীগের যবনিকাপাত ঘটছে ১৯ সেপ্টেম্বর আবাহনী-মোহামেডান ম্যাচ দিয়ে। আর ওই ম্যাচটি ছিল দু' দলের জন্য শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ। সেই শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ঐতিহ্যবাহী সাদা-কালো জার্সিধারীরা পরাজিত করে চিরশত্রু, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আকাশি কালারের জার্সিধারীদের। শিরোপা জয়ের আনন্দে উত্তাল হয়েছে মোহামেডান শিবির আর শোকের নীরবতা বয়ে গেছে আবাহনী শিবিরে।

নকিব: লীগে করেছেন শততম গোল

বরাবরের মতো এবারও দেখা গেলো শিরোপা লড়াইয়ে তিন প্রধান আবাহনী, মোহামেডান ও মুক্তিযোদ্ধাই ছিল এগিয়ে। আর কোনো দলই তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। লীগের প্রথম পর্বে এই তিন প্রধান ছিল প্রায় সমানে সমান। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ২১, মোহামেডান ২২ এবং আবাহনী ২৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার ফাইভ পর্বে তাদের পদচারণা শুরু করে। সুপার ফাইভ পর্বের অপর দুটি দল হলো আরামবাগ ও ধানমন্ডি। তবে পাতানো খেলা কাকে বলে এবং কত প্রকার ও কি কি পদ্ধতিতে হতে পারে এবারের প্রিমিয়ার লীগে আরামবাগ ও ধানমন্ডি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। অতীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমীরা এটা নিশ্চিত ছিলেন যে, সুপার ফাইভ পর্বে খেলা হবে মূলত আবাহনী, মোহামেডান ও মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে। লীগ শিরোপার দৌড়ে তিন দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং হয়েছেও তাই। প্রথম পর্বে চমক জাগানো নৈপুণ্য প্রদর্শন করা ধানমন্ডি ও আরামবাগ দ্বিতীয় পর্বে কোনোভাবেই সমীহ আদায় করার চেষ্টা করেনি তিন জায়ান্টদের থেকে। বরং তাদের পরাজয় দেখে মনে হয়েছে এ যেনো অনায়াসলব্ধ পরাজয়।

প্রথম পর্বের টানা ৮ ম্যাচে বেশ দাপটের সঙ্গে খেলে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিলো মোহামেডান। কিন্তু নিজেদের নবম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীর কাছে পরাজিত হয়ে স্থানচ্যুত ঘটে মোহামেডানের। শুধু তাই, নয় প্রথম পর্বে মুক্তিযোদ্ধার কাছেও টাইব্রেকারে হেরে যায় মোহামেডান। অবশ্য সুপার ফাইভে এসে দাপটের সঙ্গে খেলে প্রতিটি ম্যাচে জয়ী হয় মোহামেডান। প্রথম পর্বে আবাহনী ও মুক্তিযোদ্ধার কাছে হারের প্রতিশোধ নেয় সুপার ফাইভে এবং শিরোপা ঘরে তোলে।

আবাহনী লীগের উদ্বোধনী ম্যাচে বাড্ডা জাগরণীর কাছে টাইব্রেকারে হেরে লীগ শুরু করলেও প্রথম পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ স্থানটি দখল করে নিয়ে। কিন্তু সেটাকে আর ধরে রাখতে পারেনি সুপার ফাইভে। একেবারে অগোছালো ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় পর্বে। একেবারে শেষ ম্যাচে মোহামেডানের কাছে হার মেনে শিরোপাচ্যুত হয়েছে আবাহনী।

এদিকে আবাহনীও মোহামেডানকে টাইব্রেকারে পরাজিত করে ভালোভাবে লীগ রেসে ফিরে আসা মুক্তিযোদ্ধা ওই প্রথম পর্বেই

‘মোহামেডান পাতানো ম্যাচ খেলেছে’

আবুল হোসেন (কোচ) *মোহামেডান*

সাপ্তাহিক ২০০০ : শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনীকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছেন। বিষয়টি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

আবুল হোসেন : চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরবটাই আলাদা। বলতে পারেন মহাখুশি। প্রধান কোচ হিসেবে প্রথমবার দায়িত্ব পেয়ে প্রথমবারই সাফল্যের মুখ দেখাতে আনন্দের মাত্রাটা বেশি। এর আগে ১৯৯৫ সাল থেকে গত বছর পর্যন্ত সাত বছর মোহামেডান টিমের সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করেছি।

২০০০ : আপনার দল এবার বেশ পাতানো ম্যাচ খেলেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কিভাবে বিষয়টি খন্ডন করবেন?

আবুল হোসেন : পাতানো ম্যাচ প্রতিবছর হয়। এবারো পাতানো ম্যাচের অভিযোগ উঠেছে। আমার দল পাতানো ম্যাচ খেলে নাই এটাও জোর গলায় বলা যাবে না। আমি যতটুকু শুনেছি একটা পাতানো ম্যাচ খেলেছে সুপার ফাইভে আরামবাগের বিরুদ্ধে। বিষয়টি আগে থাকতে জানতাম না। ম্যাচ শেষে জেনেছি।

২০০০ : কোচ ও একজন ফুটবলপ্রেমী হিসেবে আপনি পাতানো ম্যাচ খেলা নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন কিনা?

আবুল হোসেন : দেখেন আমি দলের কোচ। আর পাতানো ম্যাচের কলকাঠি নাড়ে অফিসিয়ালরা। এখানে আমার প্রতিবাদ জানানোর ক্ষমতা কম।

২০০০ : ওভার অল লীগ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কতটুকু?

আবুল হোসেন : একদিন পর পর ম্যাচ খেলাতে খেলোয়াড়রা স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার ওপর ছিল কর্দমাক্ত মাঠ। খেলোয়াড়রা তেমনভাবে রেস্ট পায়নি। আর এতে করে তেমন কোনো নতুন খেলোয়াড় চোখে পড়েনি।

২০০০ : ঢাকা লীগ খেলা বিদেশী রিক্রুটদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

আবুল হোসেন : ভালো মানের প্লেয়ার আনতে হাজার হাজার ডলার দরকার, যা আমাদের দেশের ক্লাবগুলোর পক্ষে অসম্ভব। ফলে যেমন গুড় তেমন মিষ্টি।

২০০০ : এবারের লীগ দর্শকদের কাছে কতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল?

আবুল হোসেন : দর্শক অন্যান্যবারের তুলনায় বেড়েছে- এটা একটা আশার বাণী। লীগ শেষ হওয়ার পরপরই ফেডারেশন কাপ শুরু করতে পারলে ভালো হতো।

অপ্রত্যাশিতভাবে ভিক্টোরিয়ার কাছে টাইব্রেকারে পরাজিত হয়ে পয়েন্ট টেবিলে শিরোপা প্রত্যাশী অপর দু'দলের তুলনায় একটু পিছিয়ে পড়ে। এরপর সুপার ফাইভ পর্বে একে একে হার মানে আবাহনী ও মোহামেডানের কাছে। এতে করে প্রায় কোটি টাকার বাজেটে দল গঠন করে তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে।

পাতানো ম্যাচ

সাংবাদিকদের সামনে বড় গলায় কথা বলার সুযোগ পেলে সেটাকে হাতছাড়া করার মতো কোনো রকম ভুল করেন না বাফুফের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে লীগ কমিটি এবারের লীগ মাঠে গড়ানোর আগের দিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, যে করে হোক পাতানো ম্যাচ বন্ধ করা হবে। অথচ তাদের চেয়ারের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে পাতানো ম্যাচের পরিকল্পনা। লীগ কমিটির প্রত্যেক কর্মকর্তাই কোনো না কোনো ক্লাবের কর্ণধার। পাতানো ম্যাচ বন্ধ করার জন্য লীগ কমিটি ম্যাচগুলোতে টাইব্রেকারের ব্যবস্থা করেছিলো। সেই ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এবারের লীগে রেকর্ড সংখ্যক পাতানো ম্যাচ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছে। বড় দলগুলো তো পাতানো ম্যাচ খেলেছেই তার ওপর মাঝারি ও ছোট দলগুলোও রেলিগেশন এড়ানোর জন্য একে অপরের সঙ্গে সমঝোতামূলক ম্যাচ খেলেছে। পর্যবেক্ষকদের

‘লোকাল কালেকশন ভালো ছিলো না’

অমলেশ সেন

সহকারী কোচ আবাহনী

সাপ্তাহিক ২০০০ : দল শিরোপা ধরে রাখতে না পারার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টিকে বড় কারণ হিসেবে দেখছেন?

অমলেশ সেন : আসলে একটি কিংবা দুটি কারণে দল ব্যর্থ হয়নি। শিরোপা ধরে না রাখতে পারার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। যেমন লোকাল কালেকশন ভালো ছিল না। প্রথম থেকেই বিদেশী খেলোয়াড় পাওয়া যায়নি। নিজস্ব ও লীগের প্রথম ম্যাচেই বাড্ডার কাছে হেরে বসতে হয়েছে। এরপর বিদেশী খেলোয়াড় এসেছে। শুধু তাই নয়, ভিনদেশী খেলোয়াড়দের এসেই মাঠে নামতে হয়েছে। লোকালদের সঙ্গে সমঝোতার অভাব ছিল। তারপরও আবাহনী ফাইট দিয়ে লীগ শিরোপা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মোহামেডানের কাছে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হলাম।

২০০০ : আপনি তো এবার সহকারী কোচ ছিলেন। রাশিয়া থেকে একজন কোচও আনা হয়েছিল। বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

অমলেশ : গত মৌসুমে আমার কোচিং-এ দল শিরোপা পেয়েছে। এবার আবাহনীর অফিসিয়ালরা কোচিং-এর সুবিধার্থে আরেকজন বিদেশী কোচ এনেছে। কিন্তু কথা হলো বিদেশী কোচকে কোনো টুর্নামেন্ট বা লীগ শুরুর মুহূর্তে এনে কোনো বেনিফিট পাওয়া যায় না। কারণ খেলোয়াড় ও লোকাল কোচের সঙ্গে সমন্বয় হতেও একটা সময় লাগে। এ বিষয়গুলো চিন্তা করলে রাশিয়ান কোচ এনেও কোনো লাভবান হতে পারেনি আবাহনী।

২০০০ : ওভার অল লীগ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

অমলেশ : এবারের লীগ থেকে প্রাপ্তি বলতে তেমন কিছুই নেই। নতুন কোনো খেলোয়াড়দের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিভাবে পাওয়া যাবে? বৃষ্টিসিক্ত কর্দমাক্ত মাঠে ফুটবল খেললে ভালো খেলোয়াড় সৃষ্টি করা যায় না। অন্যদিকে অনেকগুলো অনিশ্চয়তার মাঝেও লীগ শেষ করতে পেরেছে লীগ কমিটি।

২০০০ : পাতানো ম্যাচ এবারো হয়েছে। আপনার দলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে পাতানো ম্যাচ খেলার ব্যাপারে।

অমলেশ : পত্রিকা পড়ে জেনেছি পাতানো ম্যাচ হচ্ছে। তবে আমার জানা মতে, আবাহনী পাতানো ম্যাচ খেলেনি।

মতে, বড় তিন দল ছাড়াও পাতানো ম্যাচ খেলেছে ধানমন্ডি, ব্রাদার্স, আরামবাগ ও বাড্ডা জাগরণী।

নকিবের শততম গোল

জাতীয় দলের হয়ে তেমন ম্যাচ খেলা হয়নি তার, এমনকি গোলের সংখ্যাও বেশি নয়। তারপরও নকিব দেশের সেরা স্ট্রাইকারদের একজন। '৯০ সালে ঢাকা সিনিয়র ডিভিশন লীগে অভিষেক হওয়ার পর '৯৫ সাল থেকে টানা ৪ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। স্বপ্ন ছিল শততম গোলের, পূরণ হয়েছে সেটাও। সদ্য শেষ হওয়া লীগের প্রথম ম্যাচেই তিন গোল করেন। আর এ তিন গোলের প্রথমটি ছিল শততম গোল। প্রতিপক্ষ ছিল ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। সিনিয়র ডিভিশনে নকিবের তৃতীয় কোনো ক্লাব নেই- মোহামেডান এবং মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া। ঢাকা লীগে যে চারবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন সে চারবারই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার সদস্য। শততম গোল করতে হ্যাটট্রিক করেছেন মোট আটবার।

লীগের হ্যাটট্রিক

এবারের লীগে প্রথম পর্বে হ্যাটট্রিক হয়েছে দুটি। হ্যাটট্রিক দুটি করেছেন মোহামেডানের স্ট্রাইকার ইমতিয়াজ আহম্মেদ নকিব ও আবাহনীর বুলবুল। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে মোহামেডানের তারকা স্ট্রাইকার নকিব এবারের লীগে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। প্রথম পর্বে লীগের দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেন আবাহনীর নবীন স্ট্রাইকার বুলবুল। রহমতগঞ্জের বিরুদ্ধে তিনি এ হ্যাটট্রিক করেন।

রোল অব অনার

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্সআপ
১৯৭২	লীগ মাঝপথে বন্ধ	
১৯৭৩	বিআইডিসি	মোহামেডান, ওয়ান্ডারার্স, আবাহনী যৌথভাবে
১৯৭৪	আবাহনী	দিলকুশা
১৯৭৫	মোহামেডান	বিজেএমসি
১৯৭৬	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৭৭	আবাহনী	রহমতগঞ্জ
১৯৭৮	মোহামেডান	ব্রাদার্স ইউনিয়ন
১৯৭৯	বিজেআইসি	আবাহনী
১৯৮০	মোহামেডান	বিজেআইসি
১৯৮১	আবাহনী, মোহামেডান, বিজেআইসি (যুগ্ম)	
১৯৮২	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮৩	আবাহনী	মোহামেডান
১৯৮৪	আবাহনী	মোহামেডান
১৯৮৫	আবাহনী	ব্রাদার্স ইউনিয়ন
১৯৮৬	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮৭	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮৮-৮৯	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৮৯-৯০	আবাহনী	মোহামেডান
১৯৯১-৯২	আবাহনী	মোহামেডান
	প্রিমিয়ার ফুটবল	
১৯৯৩	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৯৪	আবাহনী	মুক্তিযোদ্ধা
১৯৯৫	আবাহনী	মোহামেডান
১৯৯৬	মোহামেডান	আবাহনী
১৯৯৭-৯৮	মুক্তিযোদ্ধা	আবাহনী
১৯৯৯	মোহামেডান	আবাহনী
২০০০	মুক্তিযোদ্ধা	আবাহনী
২০০১	আবাহনী	মোহামেডান
২০০২	মোহামেডান	আবাহনী

'খেলোয়াড়দের ফিটনেসের অভাব ছিল'

মানিক (কোচ) *মুক্তিযোদ্ধা*

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রায় কোটি টাকার বাজেটে জাতীয় দলের সর্বাধিক খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করেও শিরোপা ঘরে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। কি কি কারণ হতে পারে ব্যর্থতার?

মানিক : আমার টিমে লোকাল কালেকশন ভালো ছিলো। কিন্তু শিরোপার দাবিদার অপর দুই প্রতিপক্ষ ভালো মানের ফরেন প্লেয়ার এনে শক্তি ও সামর্থ্যের ফারাকটা ঘুচিয়ে ফেলেছিল। জাতীয় দলের সাতজন মুক্তিযোদ্ধায়, ছয়জন মোহামেডানে ও পাঁচজন আবাহনীতে খেলেছে। শক্তির তারতম্যে মুক্তিযোদ্ধা, আবাহনী ও মোহামেডান এ তিন দলের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না।

২০০০ : আপনি বললেন প্রধান দুই প্রতিপক্ষ ভালো মানের ফরেন প্লেয়ার এনেছে। আপনার দলেও ফরেন প্লেয়ার ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, ঢাকার মাঠের সাম্প্রতিক সময়ে ফরেন প্লেয়ারদের মান কতটা ভালো?

মানিক : গত পাঁচ বছরের আলোকে বলতে হয়, ঢাকা লীগ খেলে যাওয়া ফরেন প্লেয়ারদের মান মোটেও ভালো না। এবার যারা খেলেছে তাদের মানটাও মন্দের ভালো। এক সময় ঢাকার মাঠ কাঁপিয়ে যাওয়া সামির শাকির, এমেকা, পাকির আলী, প্রেমলাল, রহিমভদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে দর্শক সব কাজকর্ম ফেলে মাঠে চলে আসতো। আর এখন যারা খেলে যাচ্ছে তাদের নাম অনেকেই জানেন না।

২০০০ : দল চ্যাম্পিয়ন না হওয়াতে কোচ হিসেবে আপনার মূল্যায়নটা কি?

মানিক : আমি যদি ডিফেন্স নেই তাহলে বলবো দল গঠনের পর পরই আমি দায়িত্ব পাইনি। আপনারা জানেন, মুক্তিযোদ্ধা প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পর আমি দায়িত্ব পাই। তার মানে লীগ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তখন তো আর খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে পর্যালোচনার সময় ছিল না। দল গঠনের পর পর দায়িত্ব পেলে প্রথমত আমি ফিটনেসের ওপর জোর দিতাম। খেলোয়াড়দের মধ্যে ফিটনেসের অভাব ছিল। এটাই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

২০০০ : গত বছরই ক্ষোভ আর অভিমানে মুক্তিযোদ্ধা ছেড়ে চলে গেলেন। এবার লীগ শুরুর পর আচমকা দায়িত্ব নিলেন। বিষয়টি বলবেন কি?

মানিক : মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার রাগ বা ক্ষোভ কোনোটাই ছিল না। বর্তমানে ক্ষমতাচ্যুত একক ক্ষমতার অধিকারী থাকা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে আমি মুক্তিযোদ্ধা ছেড়ে চলে যাই। এমনকি গত মৌসুমে আমার পাওনা টাকাটাও পাইনি। এবার নতুন কমিটি হয়েছে। তারা আমাকে ডেকেছে। তারা বলেছে আমার প্রাপ্ত টাকাটা দেয়া হবে এবং মনে হলো এদের সঙ্গে কাজ করা যাবে। কাজের একটা পরিবেশ থাকবে। আর তাছাড়া এবারের অফারটাও বেশ সম্মানজনক।

২০০০ : এবারের লীগের সার্বিক মূল্যায়ন কি?

মানিক : Coming up কোনো খেলোয়াড়ের সন্ধান মেলেনি। কাদা মাঠে খেলে খেলোয়াড়রা হাঁপিয়ে উঠেছে। এমন মাঠে এক ম্যাচ খেলে পাঁচ ম্যাচের এনার্জি নষ্ট করে স্বাভাবিক ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২০০০ : বরাবরের মতো এবারও পাতানো ম্যাচ হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?

মানিক : আমি পেপার পড়ে জেনেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা নেই। অন্তত এটুকু বলতে পারি আমি কোচ থাকাকালীন মুক্তিযোদ্ধা কখনও পাতানো ম্যাচ খেলেনি।